20 AUG 2016
তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

দৈনিক
জনকণ্ঠ

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ঘুষ না দিলে শিক্ষকদের কোন কাজই করে না কর্তৃপক্ষ। এ অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সকলেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের নানা প্যাঁচে

শিক্ষা অফিসে দুর্নীতি

আটকিয়ে ঘুষ আদায় করে থাকেন। কয়েক মাস আগে তিনি শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে ঢাকার একটি বিলাসবহুল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে আসেন। ঘুষ না দেয়ায় চলতি বছরের জুলাই মাসের বেতন আগস্ট মাসের ১০ তারিখেও পাস করেননি। যেখানে প্রতি মাসের বেতন ১ তারিখে হওয়ার কথা, সেখানে অনেকদিন থেকেই প্রতি মাসের বেতন প্রায়শই ৮ তারিখে হয়ে থাকে। বিলম্বে বেতন পাসের কারণে শিক্ষকদের সংসার চালাতে অসুবিধায় পড়তে হয়। শিক্ষকদের টাইম স্কেল, বোনাস, বকেয়া বেতন, শ্রান্তি বিনোদনভাতা ও স্লিপের অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে ঘুষ না দিলে কাজ ফেলে রাখে মাসের পর মাস। ঘুষ দিয়ে এসব কাজ শিক্ষকরা করিয়ে নিতে বাধ্য হন। শিক্ষা অফিসের পিয়ন দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত অফিস করছে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে। শিক্ষা কর্মকর্তার বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে অফিস কর্মচারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারাও ঘুষ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। অনেকদিন যাবত অফিস কর্মচারীরা এখানে থাকায় কাউকেই তোয়াক্কা করে না। অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষকরা অসহায়। শিক্ষকদের কথা শোনার তাদের সময় নেই। তারা আবার বেতন নিচ্ছেন মাসের প্রথম তারিখেই। এসব অনিয়ম দেখার যেন কেউ নেই। শিক্ষকদের দুর্ভোগ লাঘবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আশা করি এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

রিফাত আজাদ
পলাশ, নরসিংদী